গিরিজা শঙ্কর দত্ত

প্রযোজিত

ন্যাশনাল পিকচার্সের

সোনার হরিণ

চরিত্র চিত্রণে

উত্তম কুমার
কালী ব্যানার্জী
সুপ্রিয়া চৌধুরী
নমিতা সিন্‌হা
বিপিন গুপ্ত
তরুণ কুমার
ভানু ব্যানার্জী (বড়)
মিহির ভট্টাচার্য্য
পদ্মা দেবী
লক্ষ্মী দেবী
কুন্তলা চ্যাটার্জী
হৃষিকেশ ব্যানার্জী,
স্বরূপকুমার, সুভাষ দেব,
সদানন্দ চক্রবর্ত্তী, চণ্ডী
ব্যানার্জী, সত্যেন ব্যানার্জী
মাষ্টার তীলক,
অজিত চ্যাটার্জী, বটু গুপ্ত,
অশোক সরকার, কুমার
রায়, ভানু (জন্)
কানু (আব্দুল্লা)
ও
ছবি বিশ্বাস

কাহিনী—রাস বিহারী লাল
গীতিকার—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
সঙ্গীত—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—মঙ্গল চক্রবর্ত্তী

একমাত্র পরিবেশক — এস্‌. কে. ফিল্মস্‌, কলিকাতা-১৩

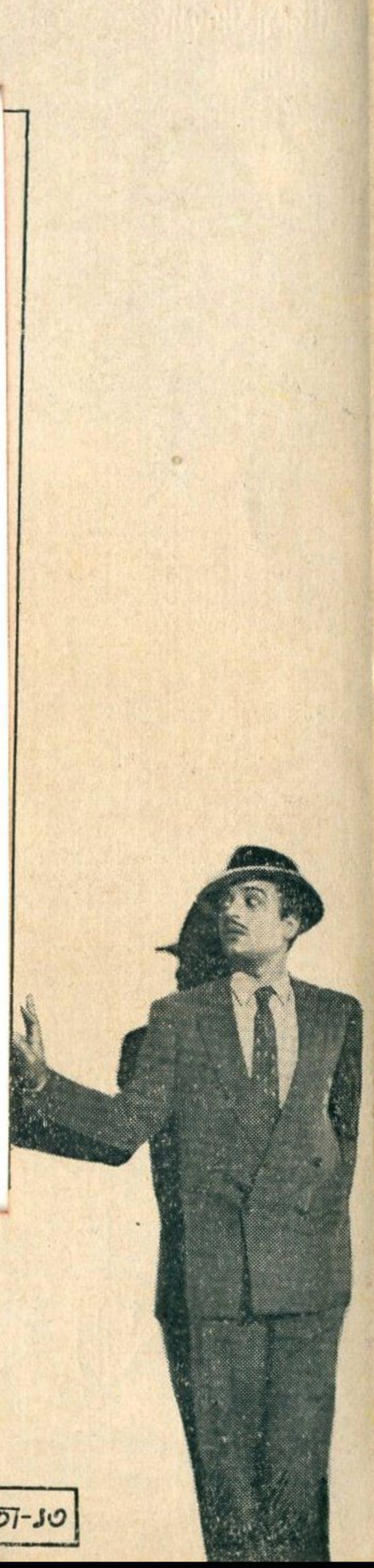

সোনার হরিণ

আলো আর অন্ধকার। প্রকৃতির দুটী চরম অভিব্যক্তি। ঘন তমিস্রায় উজ্জ্বল আনন্দে বিচরণ করে পশু। কিন্তু মানুষ সেই অন্ধকারে ভীত ও ত্রস্ত। তাইতো সে একদিন আবিষ্কার করে আলো। অন্ধকারের ভয় যায় ভেঙে। আলোকে মানুষ ভালবাসে বলেই সে বিবেকের অধিকারী—তাই তো সে প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠ ও মহান। কিন্তু অমৃতের পুত্র হয়েও এই মানুষ আজ হিংসা, দ্বেষ, লোভ ও

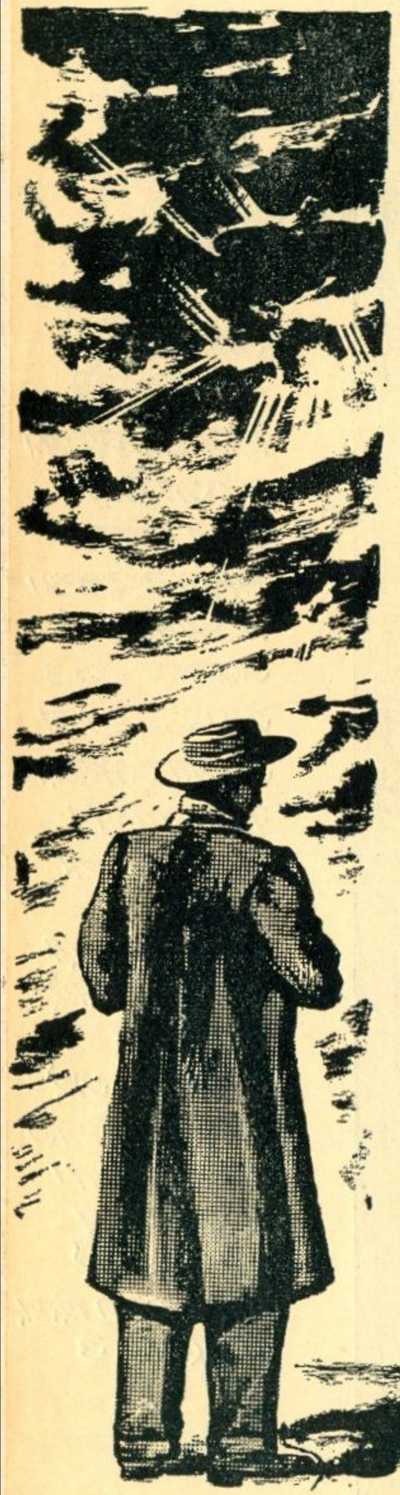

মোহের ক্রীতদাস। আত্মকেন্দ্রীক স্বার্থ সংঘাতে মানবতা ক্লিষ্ট। পরস্পরের প্রতি সমস্ত বোধ হারিয়েছে মানুষ। তাই তো সমাজের স্তরে স্তরে, বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে সেই ছদ্মবেশ, সেই মুখোস
এমনি এক আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থের সংঘাতে ভেঙে পড়ে সন্দীপের সমস্ত বিচার, বুদ্ধি, বিবেক— ভুল করে সে ছুটে যায়। অফুরন্ত আশা আর লোভ তার শিরায় শিরায়। আশা কুহকিনী মায়া মরীচিকা; বিভ্রান্ত করে তুলে তাকে! এ জীবন উপভোগ করতেই হবে যে ভাবে হোক— সুখী করতে হবে সবাইকে, তার জন্য সে কোন বাধাই মানবেনা। কোন অবস্থায়, কারো কাছে মাথা সে নোয়াবে না। পাপ? পুণ্য? ওর কাছে মনের দুর্বলতা— তাই সব তুচ্ছ করে সে ছুটে যায় সোনার হরিণের পেছনে— তার লোভের সোনালী মায়ার মানুষকে টানছে ধ্বংশের সর্বনাশা পথে। কিন্তু নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে সন্দীপ ভুলকরে আঘাত দিলো জয়ন্তকে। জয়ন্ত— এ আবার এমনি এক মানুষ, জীবনের চলার পথে এদের সচরাচর দেখা মেলে না।
এদের ব্যক্তিত্ব কোনদিন নিজের সঙ্গে আপোষ করে না। সব কিছুর প্রতি নিরাসক্ত হয়ে এরা দুরাতিক্রম্য বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে সোজা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এই প্রচেষ্টায় এরা মৃত্যুকেও

বরণ করতে ভয় পায় না। এরাই মেরুপ্রান্তে, দুর্জয় গিরিশৃঙ্গে, দুস্তর সাহারায় নিজের অমর পদচিহ্ন রেখে যায়। এরাই হয় জনমানসের পুরোধা— এরাই আনে বিপ্লবের অগ্নিশিখা— গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে এরাই ছুটে যায় প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য জানতে। এদের দৃঢ় চরিত্র কঠোরতার আবরণে আচ্ছাদিত। এই ধরণের মানুষের ব্যক্তিত্বে আছে ব্যাপ্তি— সবাকিছুকে ছাপিয়ে নিজের মহিমায় এরা ভাস্বর। এমনি দৃঢ় চরিত্রের মানুষ জয়ন্ত, তার ব্যক্তিত্বের সামনে সন্দীপের ব্যক্তিত্ব সংকুচিত— দুর্বলতা, ভাবপ্রবনতা ও সন্তুলনহীন জীবন ধারাই এর প্রধান কারণ।
তবুও এত অবিশ্বাস ও বঞ্চনার মধ্যেও সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও পঙ্কিলতার গ্লানি থেকে মুক্তি সে চায়— পথ সে খোঁজে।
পথহারা মানুষ পথের সন্ধান কি পায়?

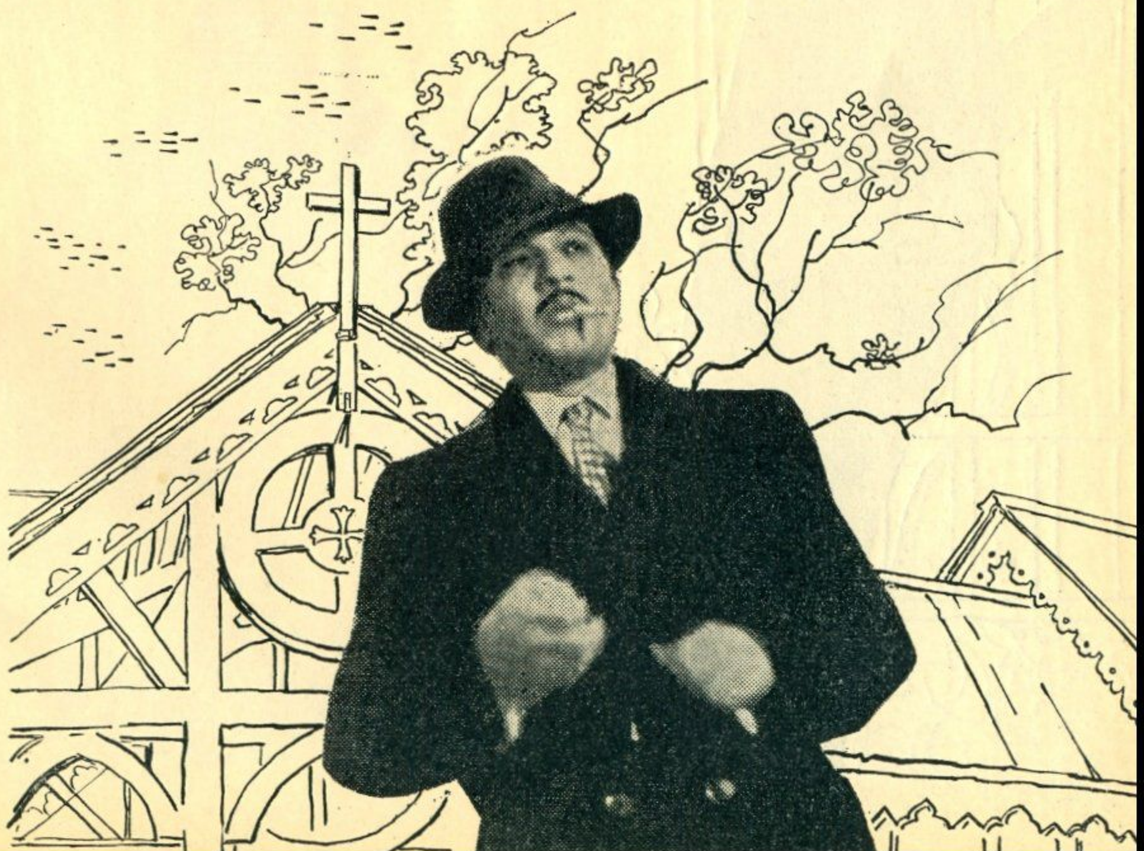

অন্যায় আর পাপের হয়ত কোন পরিভাষা নেই। অবস্থায়, পরিবেশে, প্রয়োজন কিম্বা নির্লজ্জ স্বার্থে মানুষ ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় বিবেক কে হারিয়ে সোনার হরিণ এর পেছনে ছুটে যায়। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই ভাবে ছুটে চলেছে। সেই জন্য সর্ব্বযুগে সব সময়ে লোভের প্রতীক—

সোনার হরিণ

যার নাগাল ধরতে গিয়ে চরম বিপদ ডেকে এনেছিলেন পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র। পুরাণে, ইতিহাসে ও দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে এই ধরনের বহু প্রমান পেয়েও মানুষ কি এখনও সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারে নি?

— না এ সমস্যা প্রশ্নাতীত?

এই দুই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষই সোনার হরিণের বিষয় বস্তু।

সঙ্গীত

এই যে চাঁদের আলো
লাগে কত ভালো
আজ শুধু মন বলে
এ চাঁদ আমারই।

বাতাসেরও দোল ঝরা
কী আবেশে মন ভরা
আজ শুধু মন বলে,
এ রাত আমারই।

এই যে নীরবতা
এ যেন এক রূপকথা।

চেয়ে দেখি ফুল হাসে
সুর আসে আর গান আসে
আজ শুধু মন বলে
এ গান আমারই।

গীতিকার · গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠদান · সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

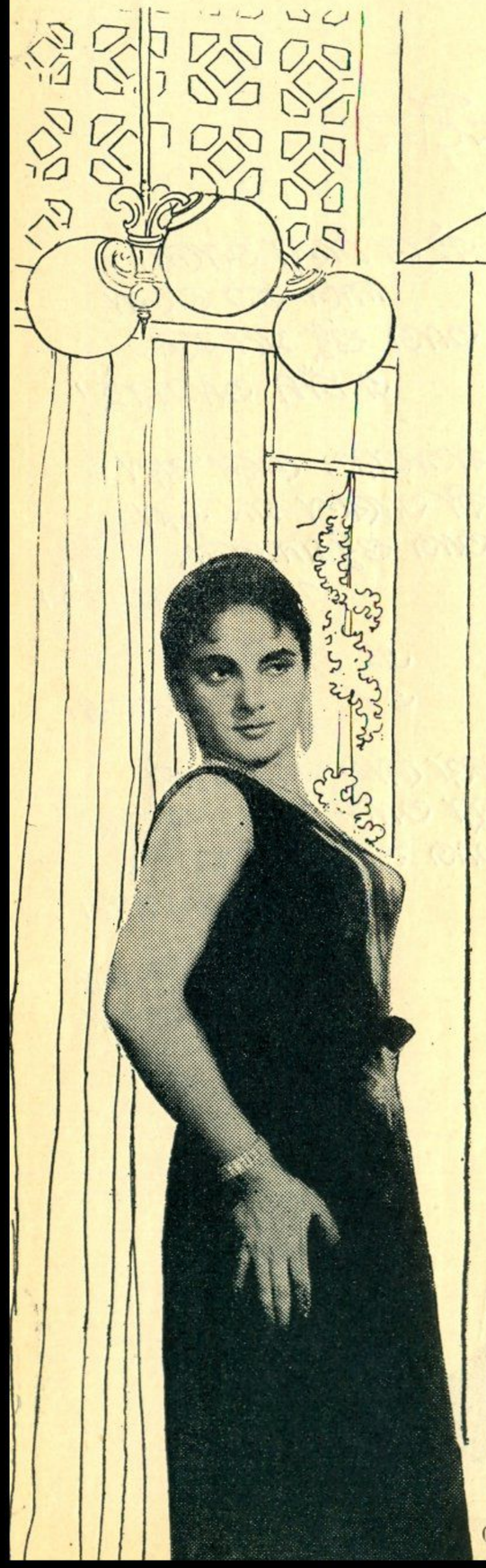

তোমার দুটি চোখে
ঐ যে মিষ্টি হাসি
আমায় কাছে ডেকে
বলে ভালোবাসি।

সোনার হরিণ পালিয়ে বেড়ায়
ধরা তারে যায় কি?.....

বন্ধ খাঁচায় বন্দী পাখী
আকাশ তারে পায় কি?
কেন বাজাও মায়া বাঁশি
তোমার আমার জীবনে আর
আর এই রাত কি আসবে?

আমায় তুমি এমন করে
আর কি ভালবাসবে?
কাছে ডাকো আজ থাকো পাশাপাশি।

গীতিকার: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠদান: গীতা দত্ত

এই মায়াবী তিথি
এই মধুর গীতি
আর কি পাবো কোনদিন বলনা-
ওগো একটি রাতের অতিথি। হায়...

দূরে দূরে থাকো কেন বলনা
জানা গো তোমারই এ ছলনা
বুঝিনা এ কি রীতি।

চাও কি গো এভরা ফাগুনে
পুড়ে মরি মরমের আগুনে
কারে দেব এ প্রীতি।

গীতিকার: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠদান: গীতা দত্ত

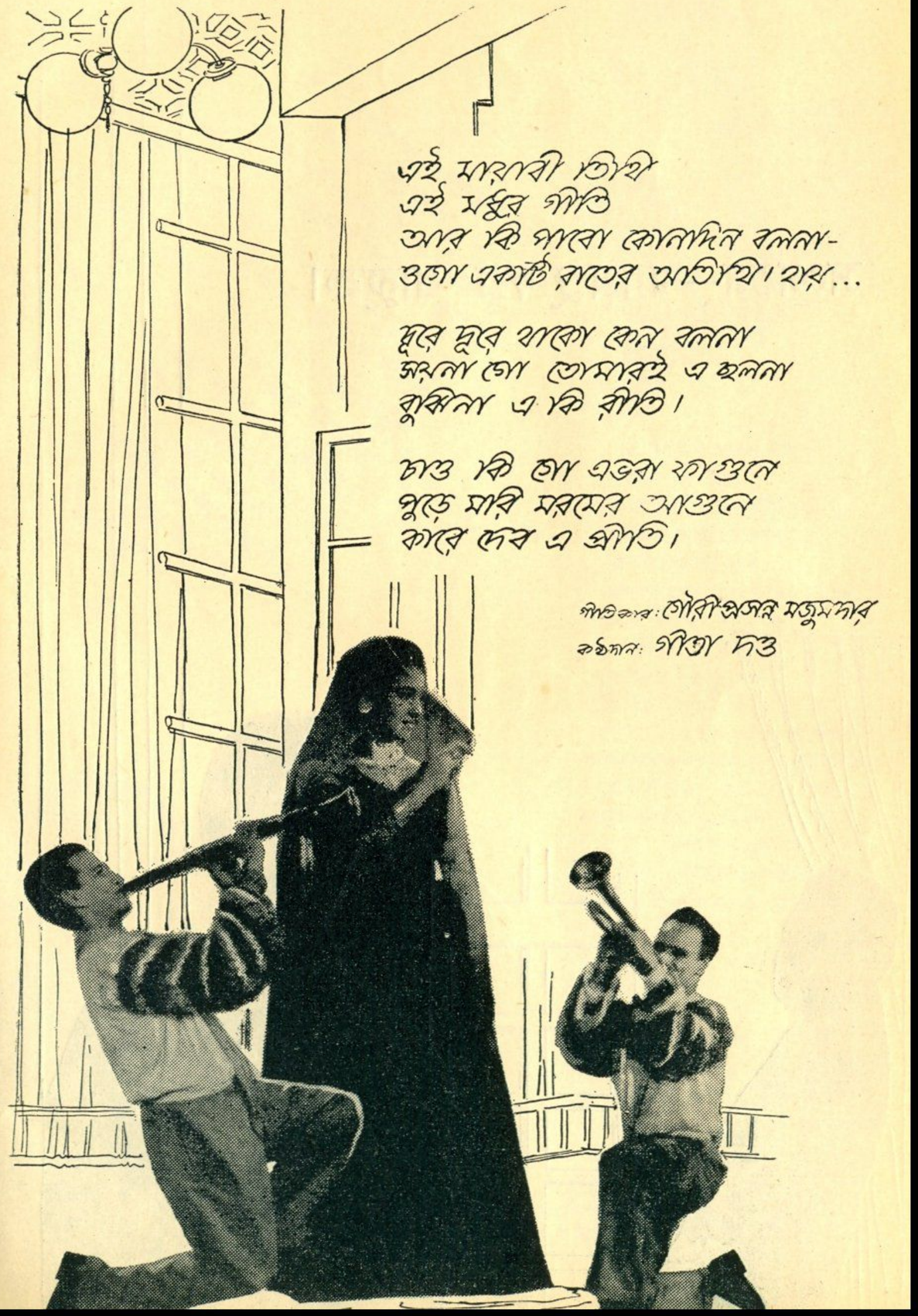

সংগঠন—শ্যামসুন্দর ধানুকা

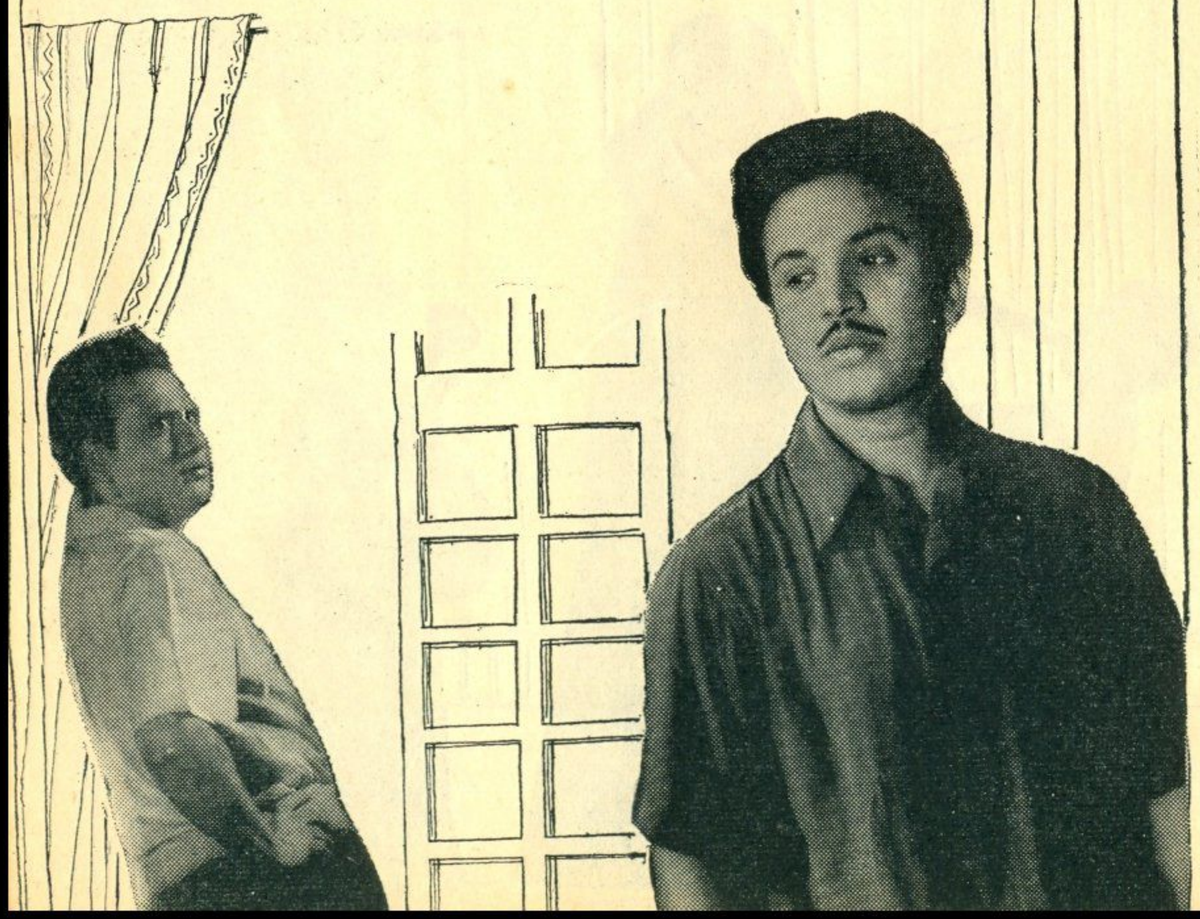

আলোকচিত্র শিল্পী—**অজয় মিত্র**

সম্পাদনা—**বিশ্বনাথ নায়ক**

শিল্প নির্দেশক—**সুনীল সরকার**

শব্দগ্রহণ (সংলাপে)—**অতুল চট্টোপাধ্যায়-মিনুকাত্রাক্**

(সঙ্গীত গ্রহণে)—**সত্যেন চট্টোপাধ্যায়**

পুনঃশব্দ সংযোজনা—**সত্যেন চট্টোপাধ্যায়**

আবহসঙ্গীত অনুস্থতি—**ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা**

রূপসজ্জা—**শৈলেন গাঙ্গুলী**

প্রধান কর্মসচিব—**(সামেন বন্দ্যোঃ (মামা)**

ব্যবস্থাপনা—**ধীরেন দাস (কালো)**

(নেপথ্য কণ্ঠদানে)

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

গীতা দত্ত (বসু)

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

প্রচার

জী. এস. জী

সংগঠন—শ্যামসুন্দর ধানুকা

বিমান দৃশ্য গ্রহণ

ক্যাপ্টেন পি. জী. ভট্টাচার্য্য

(আই-এ-সী)এর তত্ত্বাবধানে

সহকারী পরিচালনায়

হিমাংশু দাসগুপ্ত ও অমর মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্রে—আশু দত্ত

শব্দগ্রহণে—সুজিত সরকার

সম্পাদনায়—অনিল নন্দন

শিল্প নির্দেশনায়—গুপী সেন

রূপসজ্জায়—গৌর সরকার ও পরেশ

ব্যবস্থাপনায়—কানাই সাহা ও গুঞ্জবীর গুরুং

আলোকসম্পাতে—কেনারাম হালদার

আলোক নিয়ন্ত্রণে—কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস,

মঙ্গল সিং, কালীচরণ, রাম

খেলায়ন ও জগন ভকত

স্থির চিত্র—তরুণ গুপ্ত এণ্ড কোং

দৃশ্যাংকন—কবি দাস গুপ্ত

পরিচয় পত্র ও প্রচার অংকনে

নির্মল রায় (নির আর্ট)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সনীলোবো এণ্ড হিজ অর্কেষ্ট্রা

মোইরলাল দাঁ'র সৌজন্যে দি আর্ম্মারী

সার্জেন চক্রবর্ত্তীর সৌজন্যে দি অর্থোপ্যাডিক

এপ্লায়েন্সস ষ্টোরস (লিঃ)

এম. এ. নরসিংহম ও এস্. এ. কুরেশাম

বিজয়া টাকীজ, বরহমপুর (গঞ্জাম)

ও. সি. এস্. নারায়ন

নিউ থিয়েটার্স নং ১ স্টুডিওতে গৃহীত

ও বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে

ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটারিজে পরিস্ফুটিত

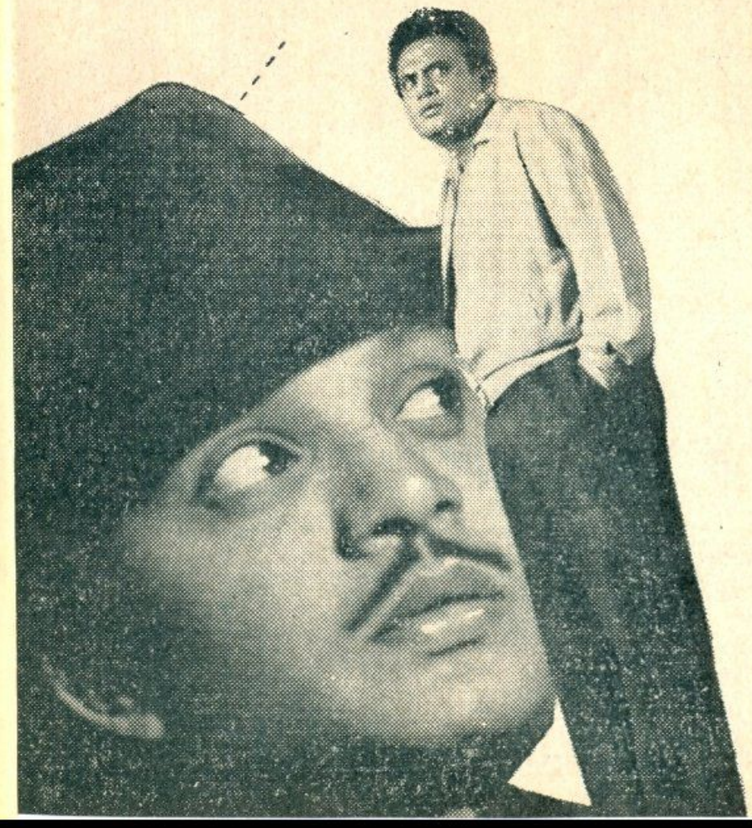

মূল্য—১৯ নয়া পয়সা

এস, কে, ফিল্মস-এর পক্ষ থেকে জী, এস, ডী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।